‘গিরগিটি’ গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত মননের যৌনচেতনা সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনা মনস্তাত্বিক জটিলতা কিভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করো।

‘গিরগিটি’ গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত মননের যৌনচেতনা, প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে মনস্তাত্বিক জটিলতা অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে, যার থেকে পাঠক এক অন্যধরণের স্বাদ অনুভব করে। প্রণব ও মায়ার মধ্যবিত্ত সংসারে একুশ বছরের মায়ার মনস্তাত্বিক জটিলতা খুব বেশি করে পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য গল্পে। গল্পে দেখি প্রণবের স্ত্রী মায়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে মেলে ধরে। গল্পের শুরুর দিকে মায়ার শারীরিক বর্ণনায় জৈবিকচেতনার আভাস স্পষ্ট—

" ... ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ থুতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘষবে। খসখসে গালের ঘষায় মায়ার থুতনির ছাল উঠে যায় যেন।'

তবে রূপ ও সৌন্দর্যে ভরপুর মায়া শুধু স্বামীর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে করতে ক্লান্ত। তাই সে উন্মুক্ত প্রকৃতির কাছে নিজের সৌন্দর্যকে মুক্ত করতে তাদের ভাড়া বাড়ির কুয়োতলায় এসে স্নান করার সময় নিজেকে নগ্ন করে ফেলে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কাছে নিজের আবৃত শরীরকে এক এক করে অনাবৃত করে কোন এক অপার সৌন্দর্যতৃষ্ণায় মনকে পাগল করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় দেখি—

‘এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়ার ঝপটায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপটে যেতে হাত ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি ! শুধু প্রকৃতির কাছেই নয় মায়া তাদের ভাড়াবাড়ির আর এক প্রতিবেশী হাড় জিরেজিরে বৃদ্ধ ভুবন সরকারকেও তার দৈহিক সৌন্দর্যের আবেশে মাতাল করে..."

দিন-রাত্রী স্বামীর কামুক চোখে নিজের শারীরিক প্রশংসায় মায়ার মনে সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে না। তার যৌন ক্ষুধা মিটলেও মানসিক অতৃপ্তি থেকেই যায়। প্রণব তার স্ত্রীকে আরও রূপ লাবণ্যে ভরিয়ে তোলার জন্য তার মন পাবার আশায় অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে ফজলি আম, পাউডার ইত্যাদি নিয়ে আসে। কিন্তু স্বামীর অতিরিক্ত আদিখ্যেতায় মায়ার এইসমস্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। স্বামীর সোহাগে কোনো সৌন্দর্যপ্রীতি না থাকায় মায়া হাঁফিয়ে ওঠে। উপরন্তু স্বামীর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সে অসন্তুষ্ট হয়। স্বামী যখন তাকে তাদের পাশের পাড়ার কোন এক ভদ্রলোক তাদের ঝিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা খুব রসিয়ে বলে সমালোচনামুখর হয়ে স্ত্রীর কাছে সোহাগ পাবার আশা করে, তাতে মায়া ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর প্রতি তার ক্রোধ বর্ষণ করে এবং এইসমস্ত যে তার কাছে অভদ্রতার নামান্তর সেকথা সে স্বামীকে জানিয়ে দেয়।

স্বামীর অশোভন মানসিকতা ও সৌন্দর্যহীনতা মায়াকে দুঃখিত করে তোলে। যে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে মায়া মুগ্ধ হয়ে যায়, সেই সৌন্দর্যতৃষ্ণা মায়া স্বামীর সাথে ভাগ করে নিতে পারে না। কারণ তার মনে হয় তার স্বামীর ‘সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ ? সেই কান নেই।" স্বামীর উপস্থিতিও মায়ার কাছে তাই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে বৃদ্ধ ভুবন সরকার, যাকে দেখে মায়ার মরা গাছ বা ছাতাপড়া পুরনো ইঁটের পাঁজার কথা মনে হয়। কিন্তু স্বামীর কাছে নিজেকে মেলে ধরার চাইতে এই বৃদ্ধর কাছে নিজেকে উজার করে দিতে মায়া বেশি মানসিক শান্তি অনুভব করে। অপরদিকে দেখি ভুবন সরকার তিনবার বিবাহ করার পরও এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের যৌন পিপাসা মেটাতে চতুর্থবার নাছোড়বান্দা শশীর মেয়েকে বিবাহে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু মায়া যখন তাকে বলে, এ বয়সে আর সাহস করবেন না, ‘শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।’ তখন তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ রসিক বৃদ্ধ ভুবন সরকার বলেন ‘তা বুঝি,তা কি আর বুঝি না দিদি।' তিনি আরও আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন ‘কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'

অর্থাৎ এই দুর্বল বৃদ্ধর কাছে এই পিপাসা যে শুধু যৌন পিপাসা তা নয় তা সৌন্দর্য পিপাসারই নামান্তর। তাই সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বলেছেন— "জ্যোতিরিন্দ্র তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক নন। তার চেয়ে কিছু বেশি,আসলে তিনি অন্তর্লোক-উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রর এই বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক 'গিরগিটি' গল্পটি।

এ গল্পের বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌদির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ।... এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্য দৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতি বৌটিও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ, জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ ছবি।"তাই স্বামীর সৌন্দর্যবিহীন যৌনতৃষ্ণায় ক্লান্ত মায়া এই বৃদ্ধ সৌন্দর্যপিয়াসী ভুবন সরকারের কাছে মাঝরাতে জংলা ছিটের সায়া পড়ে নিজের সৌন্দর্যতৃষ্ণা মেটাতে ছুটে যায়। মায়া নিজেকে প্রায় উন্মুক্ত করে এইভাবে শায়া পড়ে ভুবন সরকারের কাছে গিয়ে নিজের সৌন্দর্যের মাত্রা ভুবন সরকারের কাছে জানতে চাইলে বৃদ্ধ তাঁর শৈল্পিক চোখ দিয়ে বলে 'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নরাচড়া করেছে। চিতাবাঘিনি, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির। —এই বর্ণনায় মায়া যেন নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই মায়া নিজেকে আয়নায় দেখতে চাইলে ভুবন সরকার দুঃখিত হয়ে বলেন 'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখে কি দিদির বিশ্বাস হয় না ??" তিনি আরও বলেন 'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্ব জ্বেলে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনও বুঝতে বাকি।" বৃদ্ধ ভুবন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর শরীর গেলেও রূপরসের তৃষ্ণা কিন্তু আজও অটুট রয়েছে। তাঁর যৌণ রূপের শৈল্পিক ব্যাখ্যায় মায়া যেন কোন এক আত্মতুষ্টি অনুভব করে, যা তার স্বামীর নিরস যৌনাকাঙ্খায় অধরা থেকে যায়।

আর তাই মায়া স্বামীর ঘর ছেড়ে সেই তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির আশায় নিজেকে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের কাছে সমর্পণ করে। নিজের উষ্ণ কোমল হাত সে হাড় জিরজিরে মরা শুকনো কাঠের শরীরযুক্ত ভুবন সরকারের গায়ে অবলীলায় তুলে দেয়। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য আর বৃদ্ধ ভুবন সরকারের অসীম সৌন্দর্যরসের পিপাসার কাছে মায়া নিজেকে সমর্পণ করে কোন এক অজানা আনন্দে নিজের মনকে ভরিয়ে তোলে, মনের শান্তি অনুভব করে। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র মায়ার এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বকে গল্পকার তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণ রূপ দিয়েছেন। শুধু শুকনো জৈবিকতা নয় প্রকৃতির উদার রূপ রসের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেখান থেকে রূপতৃষ্ণা মেটানোর এক অদ্ভূত মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার তাঁর অসীম দক্ষতায়।